॥ বেণীসংহার ॥ নাটকের বঙ্গানুবাদ ॥

রামনারায়ণ তর্করত্ন 'বেণীসংহার' নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে। আলোচ্য কাল পর্বের অনুবাদধারায় বেণীসংহার নাটকের তিনিই প্রথম অনুবাদক। পরবর্তী অনুবাদক কেদারনাথ শর্মা ইহার অনুবাদ করেন ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে [১২৭৭ সাল]। প্রথমঅনুবাদক রামনারায়ণ 'বিজ্ঞাপন' অংশে লিখিয়াছেন –

> " মহাকবি ভট্টনারায়ণ কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত বিষয়ে 'বেণীসংহার' নামে যে এক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন তাহা বীর করুণাদি নানারসে পরিপূর্ণ ও স্বভাবোক্তি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুতরাং এতদ্দেশে সুপাঠ্য নাটক মধ্যে পরিগণিত ও সুবিখ্যাত রহিয়াছে। ঐ মনোহর নাটক পাঠ করিলে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি চিত্তপটে অবিকল চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহাতে যেরূপ আনন্দহ্রদে নিমগ্ন হইতে হয় তাহা উক্ত নাটক পাঠকগণের পরোক্ষ নহে কিন্তু সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ বিজ্ঞগণ তাহার রসাস্বাদনে অসমর্থ এই হেতু আমি বহু পরিশ্রমে সচরাচর চলিত দেশীয় ভাষায় উক্ত নাটকখানি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিলাম। এ অনুবাদ অবিকল অনুবাদ নহেস্থান বিশেষে কোন কোন অংশ পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অনুবাদের প্রারম্ভেই রামনারায়ণ দীর্ঘ 'আখ্যায়িকা' অংশ যোগ করিয়াছেন। এই 'আখ্যায়িকা' অংশে তিনি হস্তিনানগরে শান্তনু নামে যে রাজা ছিলেন সেই কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া মূল 'বেণীসংহার'

নাটকের কাহিনীর পূর্বপর্য্যন্ত অর্থাৎ কৌরবদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া ভীম ক্রোধান্ধ হওয়া পর্য্যন্ত 'আখ্যায়িকা'য় দীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে। এই 'আখ্যায়িকা' মূল নাটকের অংশ নয়, উপক্রমণিকা মাত্র, ইহা বলাই বাহুল্য।

মূল নাটকের ন্যায় এখানে নান্দী ও সূত্রধারের কথোপকথনের কোনো উল্লেখ নাই।

প্রথম অঙ্কে ভীম কৌরবদের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সহদেবের প্রশ্নোত্তরে যাহা বলিয়াছেন রামনারায়ণের বঙ্গানুবাদে ইহার আংশিক বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন —

> "ভীম — [সহাস্যমুখে] কি? গুরু কি মনোদুঃখ
> করিতে জানেন? সভামধ্যে দ্রৌপদীর সেই অপমান
> আমরা স্বচক্ষে দেখে বাকল পরে ব্যাধের মত বনে বাস
> করলাম, বিরাট রাজার কাছে অত্যন্ত অযোগ্য কর্মে
> নিযুক্ত থেকে লুকাইয়া রহিলাম, কৈ, তিনি এতে
> মনোদুঃখ করিতে পারেন নাই, এখন সন্ধি ভেদ করিলেই
> মনোদুঃখ করিবেন, কর্ন, তুমি যাও রাজার নিকট
> বলোগে, ভীম এ কথা শুনে বড় রাগত হইয়া বলিতেছে।" ১.

— ইহা অনেকটা মূলানুসরণেরই দৃষ্টান্ত।

---

১. ভীম — [সহাসম্] কিং নাম ময়ি খিদ্যতে গুরুঃ? [সামর্ষম্]
গুরুঃ খেদমপি জানাতি? পশ্য —
তথাভূতাং দৃষ্ট্বা নৃপসদসি পাঞ্চালতনয়াং
বনে ব্যাধৈঃ সার্দ্ধং সুচিরমুষিতং বল্কলধরৈঃ।
বিরাটস্যাবাসে স্থিতমনুচিতারম্ভনিভৃতং
গুরুঃ খেদং খিন্নে ময়ি ভজতি নাদ্যাপি কুরুষু॥
তৎ সহদেব নিবর্ত্তস্ব এবঞ্চ অতিচিরপ্রবৃদ্ধামর্ষোদ্দীপিতস্য
ভীমস্য বচনাৎ বিজ্ঞাপয় রাজানম্॥ ॥ ১ম অঙ্ক —

ক্রন্দনরতা দ্রৌপদীকে আসিতে দেখিয়া সহদেব যাহা বলিলেন মূলর এই অংশের অনুবাদে অনুবাদক লিখিয়াছেন –

" সহ – [দ্রৌপদী আসিতেছেন দেখিয়া মনে মনে]
এ কি, দ্রৌপদীও যে আবার রোদন করিতে ২ এলেন
তবেই তো বিপদ ঘটিল। বর্ষাকাল উপস্থিত দেখিয়া
যেমন বিদ্যুৎ অধিক প্রকাশ পায়, তেমনি দ্রৌপদীকে
সজলনয়ন দেখিলেই ইঁহার ক্রোধানল আরও প্রজ্জ্বলিত
হইয়া উঠিবে।" ২.

– এখানেও অনুবাদক যথাসাধ্য মূলানুসরণেরই চেষ্টা করিয়াছেন। এইভাবে প্রথম অঙ্কের বঙ্গানুবাদ একইভাবে অগ্রসর হইয়াছে। অনূদিত গ্রন্থের প্রারম্ভে মূলবহির্ভূত রচনার যেরূপ প্রয়াস দেখা গিয়াছিল মূল শ্লোকের অনুবাদে তাহার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

মূল দ্বিতীয় অঙ্কে ভানুমতীর দুঃস্বপ্ন দেখার ঘটনা এবং ব্রত সম্পাদনের নিমিত্ত বনে গমন করিলে দুর্য্যোধনের সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছে তাহার কথাও অনুবাদে রহিয়াছে। কিন্তু প্রমোদ বনের সৌন্দর্য্য বর্ণনার কোন উল্লেখ অনুবাদে নাই। ৩.

---

২. সহদেব – [কর্ণং দত্ত্বা নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য, আত্মগতম্] অয়ে কথং
যাজ্ঞসেনী মুহুরুপচীয়মানবাষ্পপটলনয়না আর্য্যসমীপ
মুপসর্পতি, তৎ কষ্টতরমাপতিতম্।
যদ্বৈদ্যুতমিব জ্যোতিরার্য্যক্রোধেহদ্য সম্ভৃতম্।
তৎ প্রাবৃড়িব কৃষ্ণেয়ং নূনং সম্বর্দ্ধয়িষ্যতি ॥ ১ম অঙ্ক –

৩. কঞ্চুকী – – আহি। –
প্রালেয়মিশ্রমকরন্দকরালকোশৈঃ পুষ্পৈঃ সমং নিপতিতা রজনী –
প্রবুদ্ধৈঃ। অর্কাংশুভিন্নমুকুলোদরসান্দ্রগন্ধ সংসূচিতানি
কমলান্যলয়ঃ পতন্তি। –২য় অঙ্ক –

আবার অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জয়দ্রথ নিধনের সংবাদ জানিতে পারিয়া সকলে ভীত হইলে মূলে দুর্য্যোধন যাহা বলিয়াছেন অনুবাদে সেরূপ উক্তিরও কোনো উল্লেখ দেখা যায় না । ৪.

দ্বিতীয় অঙ্কের বঙ্গানুবাদে মূলের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় । এখানে মূল বহির্ভূত ঘটনার সন্নিবেশ না ঘটিলেও অনুবাদক মূলের কোনো কোনো অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

তৃতীয় অঙ্কে অশ্বত্থামার পিতার মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করিয়া সারথি যাহা বলিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদে অনুবাদক সাধ্যানুযায়ী মূলানুসরণ করিয়াছেন । যেমন –

> " সারথি – [চক্ষুজল মুছিয়া] শোন তবে, তিনি যুদ্ধ করিতে শুনিলেন অশ্বত্থামা মরেছেন, এ কথা শুনে মনে সন্দেহ হইল, কি ! আমার অশ্বত্থমা চিরজীবী, সে মরেছে, সে কি ? বিবেচনা করিলেন যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করিব, তারপর জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'হাঁ, অশ্বত্থামা হত হয়েছেন ' – এই কথা বোলে শেষে বলিলেন 'গজ' তা যুদ্ধের কোলাহলে শেষের কথাটা শুনিতে না পেয়ে তাঁর কথার নিশ্চয় করিলেন অশ্বত্থমাই মরেছে,

---

৪. রাজা – আঃ ! মমাপি নাম দুর্য্যোধনস্য শঙ্কাস্থানং পাণ্ডবাঃ, পশ্য ।
কোদণ্ড জ্যাকিণাঙ্কৈর্ গণিতরিপুভিঃ কঙ্কটাযুক্তদেহৈঃ
শ্লিষ্টানোন্যাতপত্রৈঃ সিতকমলবনভ্রান্তিমুৎপাদয়দ্ভিঃ ।
রেণুগ্রস্তার্কভাসাং প্রচলদসিলতাদন্তুরাণাং চমূণামাক্রান্তা
ভ্রাতৃভির্মে দিশি দিশি সমরে কোটয়ঃ সম্পতন্তু ।। ২য় অঙ্ক –

এই নিশ্চয় কোরে পুত্রশোকে ব্যাকুল হয়ে রোদন করিতে করিতে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন ।" ৫.

দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুতে দুর্যোধনের শোকের বর্ণনায় অনুবাদক লিখিয়াছেন –

" দুর্যোধন – [সরোদনে] ভাই বিবেচনা কর দেখি, এ শোক তোমার যেমন আমার তো তেমনি, তোমার পিতা তিনি আমার পিতার সখা ছিলেন, তাঁর নিকটে অস্ত্র শিক্ষা তুমিও করেছ আমিও করেছি, তাঁর মরণে আমার যে ক্লেশ তা ভাই তুমিও তা জানিতেছ ।" ৬.

– তৃতীয় অঙ্কের বঙ্গানুবাদেও রামনারায়ণ যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন ।

চতুর্থ অঙ্কে দুঃশাসনের মৃত্যুতে দুর্য্যোধনের আক্ষেপোক্তি প্রকাশ পাইয়াছে । মূলের ন্যায় রামনারায়ণ লিখিঁয়াছেন –

---

৫. সূত – [অশ্রূণি বিমুচ্য] শ্রূয়তাম্,

অশ্বত্থামা হত ইতি পৃথাসূনুনা স্পষ্টমুক্ত্বা
স্বৈরং শেষে গজ ইতি কিল ব্যাহৃতং সত্যবাচা ।
তচ্ছ্রুত্বাহসৌ দয়িততনয় প্রত্যয়াত্তস্য রাজ্ঞঃ
শস্ত্রাণ্যাজৌ নয়নসলিলং চাপি তুল্যং মুমোচ ॥ ৩য় অঙ্ক, পৃঃ ৭৫

৬. দুর্য্যোধন – আচার্য্যপুত্র ! কোবিশেষ আবয়োরস্মিন্ বৎসনার্ণবে পশ্য ।

তাতস্তব প্রণয়বান্ স পিতুঃ সখা মে
শস্ত্রে যথা তব গুরুঃ স তথা মমাপি ।
কিং তস্য দেহনিধনে কথয়ামি দুঃখং
জানীহি তদ্গুরুশুচা মনসা ত্বমেব ॥ ৩য় অঙ্ক – পৃঃ ৯৮

"দুর্য্যো – [চৈতন্য পাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া]
হায় ! আমি কি করিলেম, ভাই দুঃশাসনকে হারাইলেম,
ভাই দুঃশাসন, তুমি আমার নিমিত্তেই পাণ্ডবদের সহিত
শত্রুতা করেছিলে, কিন্তু আমি এমন কৃতঘ্ন, যে তোমাকে
রক্ষাও করিতে পারিলেম না । সারথি , কি হইল, তুমি
কি করিলে, দুঃশাসন বালক, তাকে শত্রুহস্তে দে আমাকে
নে পালালে, ছি ছি তোমার এমন কর্ম্ম ? " ৭.

– এখানেও মূলানুগ অনুবাদ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ।

পঞ্চম অঙ্কে কৌরবদের শতপুত্র নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকার জন্য যাহা বলিয়াছেন রামনারায়ণ তাহার অনুবাদেও পূর্ব্বের ন্যায় মূলেরই অনুসরণ করিয়াছেন ।

"ধৃত – হাঁ, তোমার মায়ের কথা শোন, আর দেখ
কেউ নাই । বাপু তুমিই বিবেচনা কর দেখি, ভীষ্ম,
দ্রোণ কি পর্য্যন্ত বীর ছিলেন, তাদের তুল্য কি আর
কেহ আছে ? তা তাঁরা গেলেন, আহা বাছা বৃষসেনও
গেল, অর্জ্জুন এ সকলকেই মেরেছে, এখন পৃথিবী শুদ্ধ সকল
লোকই অর্জ্জুনকে কালান্তক বোধ করিতেছে, এখন তোমার

---

৭. দুর্য্যোধন – [সংজ্ঞাং লব্ধ্বা নিশ্বস্য] ।
মুক্তোপযথেষ্ট মুপভোগসুখেষু নৈব
ত্বং লালিতোঽপি হি ময়া ন বৃথাগ্রজেন ।
অস্যাস্তু বৎস তব হেতুরহং বিপত্তে
যৎ কারিতোঽস্যবিনয়ং ন চ রক্ষিতোঽসি ।
ধিক্ সূত কিমনুষ্ঠিতং ভবতা
রক্ষণীয়েন সততং বালেনাজ্ঞানুবর্ত্তিনা ।
দুঃশাসনেন ভ্রাত্রাহ মুপহারেণ রক্ষিতঃ ॥ ৪র্থ অঙ্ক – পৃষ্ঠ ১১৮

বধই তাদের শেষ প্রতিজ্ঞা, তা বাপু, আর অভিমানে
কাজ নাই। আমরা অন্ধ, তোমার পিতামাতা, আমাদের
কথা রাখ, যুদ্ধে যেয়ো না।" ৮.

কর্ণের মৃত্যুসংবাদ জানার পর মূলে দুর্য্যোধনের যে খেদোক্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতেও অনুবাদের ব্যাপারে সতর্কতার লক্ষণ বিদ্যমান।

মূল ষষ্ঠ অঙ্কের প্রারম্ভেই বৃকোদরের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কৌরবরাজ দুর্য্যোধন পলায়ন করিলে তাহাকে সন্ধান করার যে বিস্তৃত উপায় নির্ধারিত হইয়াছে অনুবাদে সেরূপ বর্ণনা বিস্তৃতি দেখা যায় না। অনুবাদক শুধু লিখিয়াছেন –

" এখন শীঘ্র তাকে অন্বেষণ করিতে নানাপ্রকার লোক
নিযুক্ত করো, যে ধরে দিতে পারিবে তাকে পুরস্কার
দিব ঘোষণা করো, গুপ্তচর সকল জল স্থল পর্ব্বত গুহা
বন প্রভৃতি সর্বত্র তত্ত্ব করুক।" ৯.

এখানে ভাবানুবাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

---

৮. ধৃত – বৎস, শৃণু বচনং ত্বাম্বায়াঃ মম চ
নিহতাশেষবন্ধুবর্গস্য, পশ্য,
দয়াদা ন যয়োর্বলেন গণিতা স্তৌ দ্রোণভীষ্মৌ হতৌ,
কর্ণস্যাত্মজমগ্রতঃ শমযতী ভীতং জগৎ ফাল্গুনাৎ।
বৎসানাং নিধনেন মে ত্বয়ি রিপুঃ শেষপ্রতিজ্ঞোহধুনা
মানং বৈরিষু মুঞ্চ তাত! পিত্রৌ বন্ধাবিমৌ পালয় ॥ ৫ম অঙ্ক –

৯. যুধি – অপিচ –
পঙ্কে বা সৈকতে বা সুনিভৃতপদবীবেদিনো যান্তু দাসা
কুঞ্জেষ্বাক্রশানুবীরুতন্নিচয় পরিচয়াম্ভবাঃ সঞ্চরন্তু
ব্যাধা ব্যাঘ্রাটবীষু সুপবনপদবিদো যে চ রন্ধ্রেষ্ভিজ্ঞাঃ।
যে সিদ্ধব্যঞ্জনা বা প্রতিমুনিনিলয়ং তেষু চারাশ্চরন্তু ॥ ৬ষ্ঠ অঙ্ক –

অবশেষে ভীমার্জুন দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দুর্য্যোধনের সহচর রাক্ষস সাধুবেশে ছলক্রমে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর নিকট ভীমার্জুনের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলে যখন তাহারা চিতাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করিলেন তখনই ভীম দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধনের মৃত্যু সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের মনে সংশয় উপস্থিত হইলে ভীম যাহা বলিয়াছিলেন রামনারায়ণ সেই ভীমের উক্তির অনুবাদে লিখিয়াছেন —

> "ভীম — মহারাজ, আর কি সে দুরাত্মা আছে?
> আপনকার ক্রোধানলে ধৃতরাষ্ট্রের সকল সন্তানই গেছে,
> অবশিষ্ট যে দুর্য্যোধন ছিল তাকে আমি নিধন করে
> তার রক্ত এই রক্তচন্দনের ন্যায় শরীরে মেখে এলেম,
> দেখুন।" ১০.

— ইহাকে মূলের ভাবানুবাদ বলা চলে।

মোটের উপর রামনারায়ণ তর্করত্ন 'বেণীসংহার' নাটকের যে অনুবাদ করেন তাহাতে তিনি সাধ্যানুযায়ী মূলানুসরণেরই চেষ্টা করিয়াছেন। কোথাও কোথাও সে প্রচেষ্টার বিঘ্ন যে ঘটে নাই তাহাও নহে। তবে

---

১০. ভীম — দেব অজাতশত্রো ভীমার্জুনগুরো

কুতোঽদ্যাপি সুযোধনহতকঃ? ময়া হি তস্য দুরাত্মনঃ পাণ্ডুকুলপরিভাবিনঃ —

ভূমৌ ক্ষিপ্তং শরীরং নিহিতমিদমসৃক্চন্দনং ভীমগাত্রে
লক্ষ্মীরার্য্যে নিষন্না চতুরুদধিপয়ঃসীময়া সার্দ্ধমুর্ব্ব্যা।
ভৃত্যা মিত্রাণি যোধাঃ কুরুকুলমখিলং দগ্ধমেতদ্রণাগ্নৌ
নামৈকং যদ্ব্রবীষি ক্ষিতিপ তদধুনা ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য শেষম্॥

— ৬ষ্ঠ অঙ্ক —।

আলোচ্য কালপর্বের প্রারম্ভেই তাঁহার অনুবাদ প্রয়াস অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে। রামনারায়ণ অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের যে বঙ্গানুবাদ করেন তাহাতে অনুবাদকের মৌলিক কল্পনাই অধিক স্থানলাভ করিয়াছে। সে তুলনায় আলোচ্য নাটকের অনুবাদে রামনারায়ণের সমধিক সচেতনতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহার পরে বরদাপ্রসাদ মজুমদারের প্রার্থনায় বিশপস্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত কেদারনাথ তর্করত্ন 'বেণীসংহার' নাটক অনুবাদ করেন ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে। বরদাপ্রসাদ মজুমদার 'বিজ্ঞাপন' অংশে লিখিয়াছেন —

> " এই নাটক পূর্ব্বে এতদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য ছিল। ১৮৫২ সালে নিজ পূর্ব্বপুরুষবরের কৃতি বলিয়া শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতিক্রমে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সংশোধন করিয়া বাংলা অক্ষরে কেবল মূলটি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। পরে তর্কালঙ্কার ও বাচস্পতি মহাশয় প্রভৃতি দু'তিন খান পুস্তক মুদ্রিত করেন। কিন্তু তাদৃশ বালকসুলভ টীকা ছিল না। কোনখানিতে দুরূহ টীকা ও কোনখানি কেবল পাঠ নির্ণয় পূর্ব্বক মুদ্রিত হইয়াছিল। আমি যে তৎপরিবর্ত্তে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম এমন নহে। আমি যে সংস্কৃত পুস্তক সকল মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি সেই ব্রতানুসারেই ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।"

বরদাপ্রসাদ মজুমদার 'বিজ্ঞাপনে' আরও লিখিয়াছেন যে, এই নাটকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থ নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে ইহার টীকা ও অনুবাদ যতদূর সুগম হইতে পারে হইয়াছে।

কেদারনাথ তর্করত্ন অনুবাদের পূর্ব্বে দীর্ঘ 'বিজ্ঞাপন' অংশ যোগ করেন। তিনি 'বিজ্ঞাপনে'র একস্থলে লিখিয়াছেন –

> "..... এই নাটক বীররস প্রধান। মহারাজ যুধিষ্ঠির ইহার ধীরোদাত্ত নায়ক বিজেতৃগণের উৎসাহ স্থায়ীভাব। বিজেতব্য দুর্য্যোধনাদি আলম্বন ও পরাজয় করণ চেষ্টা উদ্দীপন ভাব। দ্রুপদ রাজনন্দিনী দ্রৌপদী প্রধানা নায়িকা। বাহুবলাভিমানী দুর্য্যোধন ইহার প্রতিনায়ক, ভানুমতী প্রতিনায়িকা, কর্ণ, শল্য, জয়দ্রথ, ভীষ্ম প্রভৃতি সকলে প্রতিনায়ক সহায়। ....."

বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ অবধি কেশসংযমন পর্য্যন্ত মহাভারতের উপাখ্যান লইয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে।

এই নাটকটি ষষ্ঠ অঙ্কে সমাপ্ত। অনুবাদক 'বিজ্ঞাপন' অংশে প্রত্যেক অঙ্কের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেন এবং ষষ্ঠ অঙ্কের শেষে প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়া তচ্ছোনিতসিক্ত হস্তদ্বারা দ্রৌপদীর বেণীসংহার পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। 'বিজ্ঞাপনের' শেষাংশে তিনি লিখিয়াছেন –

> "ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থ নির্ণীত হওয়াতে ছাত্রগণের সুবিধার্থ আমি আদ্যোপান্ত অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম, বাঙ্গলা নাটক লিখিতে হইলে যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, আমি তাহা করি নাই, কারণ সংস্কৃত পাঠার্থী ছাত্রগণের অর্থবোধই আমার প্রধান উদ্দেশ্য, অতএব তাহা রক্ষা করিবার যতদূর সম্ভব

> তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই । কিন্তু যেখানে সংস্কৃতোক্ত অংশের পরিত্যাগ বা বিপর্য্যয় না করিলে বাংলা নাটক ভাল হয় না সেখানে অবিকল সংস্কৃত ভাব বজায় রাখিয়া যতদূর হইতে পারে করিয়াছি ।"

কেদারনাথ তর্করত্ন কৃত বঙ্গানুবাদে মূলের ন্যায় দীর্ঘ নান্দী ও সূত্রধারের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে ।

প্রথম অঙ্কে ভীমের উক্তির অনুবাদে কেদারনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনেকটা মূলেরই অনুসরণ । যেমন –

> "ভীম – [সজল নেত্রে ক্রোধে] কি বলিলে ঃ গুরুত কখন খেদ কাহাকে বলে তাহা জানেন । [সক্রোধে] রাজ-সভামধ্যে পাঞ্চালরাজপুত্রী পাণ্ডু বধূ দ্রৌপদীকে তদবস্থ দেখিয়া বনে বল্কল ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রাদি পশুগণের সঙ্গে বাস করিয়া এবং অনভ্যস্ত অনুপযুক্ত কার্য্য অবলম্বন করিয়া বিরাটরাজার আবাসে থাকিয়া অদ্যাপিও কুরুদিগের প্রতি খিন্ন হইলেন না ? আমি খেদ করিলেই গুরুত ক্ষুণ্ণ হইবেন । "
>
> অতএব সহদেব ! তুমি যাও, চিরক্রোধপরায়ণ ভীমের বাক্যে রাজাকে জানাও ।"

কিন্তু মূল প্রথম অঙ্কে ক্রন্দনরতা দ্রৌপদীকে সহদেব বর্ষার সহিত যেরূপ তুলনা করিয়াছেন এখানে সেরূপ আলোচনা নাই এবং ক্রন্দন করিতে করিতে আগমনের দৃশ্যটিও বর্ণিত হয় নাই ।

মূল প্রথম অঙ্কে পত্নীর অপমানে অপমানিত হইয়া ভীম কৌরব বংশ ধ্বংসের নিমিত্ত যে সংকল্প গ্রহণ করিলেন তাহার কোনো অনুবাদও এখানে [illegible] ।

কেদারনাথ শর্ম্মাকৃত প্রথম অঙ্কের অনুবাদকে মূলের আংশিক অনুবাদ বলা চলে। এখানে মূলবহির্ভূত অংশের সংযোগ ঘটে নাই বটে, কিন্তু মূলের বহু অংশ তিনি নির্বিচারে ত্যাগ করিয়াছেন।

মূল দ্বিতীয় অঙ্কের ন্যায় এখানেও ভানুমতীর স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে এবং কঞ্চুকী কর্ত্তৃক দীর্ঘ সৌন্দর্য বর্ণনা রহিয়াছে। প্রমোদবনের সৌন্দর্য বর্ণনায় অনুবাদক অনেকটা মূলের পক্ষপাতী হইয়া ইহার অর্থ ও ভাব বজায় রাখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন –

> "পুষ্পরস সব হিমকণার সহিত মিলিত হওয়াতে যাহার মধ্যদেশ বিকৃত হইয়াছে, রজনীতে প্রস্ফুটিত পুষ্প সমভিব্যাহারে ভ্রমরেরা নিপতিত হইতেছে। সূর্য কিরণে মুকুল প্রস্ফুটিত হইলে আবার সেই ভ্রমরেরা মুকুলোদরের নিবিড় গন্ধে সংসূচিত পদ্মোপরি পতিত হইতেছে।"

জয়দ্রথ নিধনের প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া সকলে ভীত হইলে দুর্যোধন যাহা বলিয়াছিলেন অনুবাদে সেরূপ উক্তির কোনো উল্লেখ নাই। দ্বিতীয় অঙ্কেও আংশিক অনুবাদ প্রকাশ পাইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কে রাক্ষস-রাক্ষসীর কথোপকথন এখানেও বর্ণিত হইয়াছে। অশ্বত্থামার পিতার মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করিয়া সারথি যাহা বলিয়াছেন সে সম্পর্কে অনুবাদক যথাসম্ভব মূলেরই অনুসরণ করিয়াছেন। যেমন –

> "সূত – শ্রবণ কর [অশ্রুজল মুছিয়া] সত্যবাদী যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত' এই কথা স্পষ্ট বলিয়া, শুনিতে পাই, পরিশেষে 'গজ' এই বাক্য অতি মৃদুস্বরে বলেন। তোমার পিতা যুধিষ্ঠিরকে বিশ্বাস করিতেন, অতএব এই কথা শুনিয়া সেই পুত্রবৎসল যুদ্ধক্ষেত্রে শস্ত্র ও অশ্রুজল যুগপৎ পরিত্যাগ করিলেন।"

এইরূপে তৃতীয় অঙ্কের বঙ্গানুবাদে মূলের ব্যতিক্রম প্রায় দেখা যায় না ।

মূল চতুর্থ অঙ্কে দুঃশাসনের মৃত্যুতে দুর্যোধনের আক্ষেপোক্তি মূলের ন্যায় অনুবাদে প্রকাশ পাইয়াছে । যেমন –

> "দুর্যো – [সংজ্ঞালাভ করিয়া ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] আমি তোমার বৃথা অগ্রজ হইয়াছি, কারণ আমি ইচ্ছানুসারে তোমায় বিষয়ভোগে নিয়োগ করি নাই ; বৎস ! আর আমিই তোমার এই বিপদের কারণ, কারণ আমি তোমাকে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রাপহরণরূপ অবিনয়ে প্রবর্তন করাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না ।
>
> ধিক্ সারথে ! তোকে ধিক্, তুই কি করিয়াছিস ? দুঃশাসন বালক, আমার অতিশয় আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং আমার নিরন্তর রক্ষণীয় অর্থাৎ সে নিজরক্ষণে সমর্থ নহে, তুই আমার সেই ভাইকে উপঢৌকন দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছিস ।"

পঞ্চম অঙ্কে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শতপুত্র নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ হইতে বিরত থাকার জন্য দুর্যোধনকে মূলে যেরূপ বলিয়াছেন এখানে ধৃতরাষ্ট্রের সেরূপ উক্তি পাওয়া যায় না । তাহাছাড়া অন্যান্য অংশের অনুবাদে অনুবাদক মূলেরই অনুসরণ করিয়াছেন । –

> " দুর্যোধন – আরো দেখুন – আমি শত্রু হন্তা , অতএব শোচনীয় বৎস দুঃশাসনের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, এক্ষণে মৃত বন্ধুবর্গের জন্যও শোকাকুল নহি, কিন্তু যিনি শ্রবণাসাধ্য কর্ণের বধ সম্পাদন করিয়াছেন, আমি যুদ্ধস্থলে তৎকুলেরই বিনাশ করিব ।"

মূল ষষ্ঠ অঙ্কের প্রারম্ভেই ক্রুদ্ধ ভীমের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন পলায়ন করিলে যুধিষ্ঠির কুরুরাজকে সন্ধান করার জন্য যাহা বলিয়াছিলেন অনুবাদে তাহাও যথারীতি বর্ণিত হইয়াছে। যেমন —

> "যুধিষ্ঠির — নিতান্ত দুরূহ অতিগুপ্ত পদপদ্ধতিবৎ ধীবরেরা পঙ্কে ও পুলিনে যাউক এবং লতাজাল জড়িত পথোন্নয়নে সমর্থ গোপেরা লতাদিপিহিত কুঞ্জে কুঞ্জে গিয়া অন্বেষণ করুক। কিরাতেরা সিংহ ব্যাঘ্রাদি সঙ্কুল বনে গমন করুক। সুপরপথ-বিৎ ও ক্রিয়ামার্গাভিজ্ঞ সিদ্ধপুরুষবৎ বেশধারী চরেরা প্রত্যেক মুনির আশ্রমে গিয়া অন্বেষণ করুক।"

মূল ষষ্ঠ অঙ্কের অন্যান্য অংশের বর্ণনায় মূলের কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

কেদারনাথ তর্করত্ন পরীক্ষার্থীদের জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করায় যতদূর সম্ভব মূলের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করারই চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য মূল গ্রন্থের কোন কোন স্থল অনুবাদে তিনি বিরত রহিয়াছেন।

পরবর্তী অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বেণীসংহার' নাটকের অনুবাদ করেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। 'ভূমিকা' অংশে অনুবাদক নাট্যকারের কাল এবং কোন্ সময় এই নাটক রচিত হইয়াছে তাহাই নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আলোচ্য কালে সংস্কৃত বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকিলেও এই অনুবাদ গ্রন্থখানি আমাদের আলোচ্য কালসীমা বহির্ভূত বলিয়া ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম।